সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৪৫
WEEKLY BOOKLET:245

মাসিক "ফয়যানে মদীনা"র পিছনের প্রচ্ছদে দেয়া প্রবন্ধ

আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী

- বড় কথা বলবেন না
- আমি পত্রিকা পড়া থেকে কেন বিরত থাকি?
- কিতাব লিখাতে সতর্কতা
- দা'ওয়াতে ইসলামীর কি হবে!

উপস্থাপনায়:
মজলিস-তাহকীকাতুল ইসলামিয়া
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই পুস্তিকাটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র হিকমত পূর্ণ বাণী সম্বলিত বিষয় বস্তু দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে।

আমীরে আহ্‌লে সুন্নাতের বাণী

জা'নশিনে আমীরে আহ্‌লে সুন্নাতের দোয়াঃ হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই **"আমীরে আহ্‌লে সুন্নাতের বাণী"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে তোমার নেককার বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চালাও।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

এক সূফী বুযুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন যে, আমি মিশতাহ নামক এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: **"আল্লাহ পাক** তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন?" বললো: **"দয়ালু আল্লাহ** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" আমি কারণ জিজ্ঞাসা কররে তখন সে আমাকে বললো: "একবার আমি হাদীসে পাকের অনেক বড় এক আলিমকে আরয করলাম যে, আমাকে কোন হাদীসে পাক সনদ সহকারে লিখিয়ে দিন। অতএব হাদীস লিখানোর সময় যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক নাম এলো তখন মুহাদ্দিস সাহেব দরূদে পাক পাঠ করলেন, তাকে দেখে

www.dawateislami.net

আমিও উচ্চ আওয়াজে দরূদে পাক পড়লাম, যখন সেখানে উপবিষ্ট লোকেরা শুনলো তখন তারাও দরূদ পাঠ করলো, যার বরকতে **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন।" (আল কুরবাতি লি ইবনে বাশকুয়াল, ৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বড় কথা বলবেন না

কৃত: আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه।

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর সন্তান আব্দুল মালিককে উপদেশপূর্ণ একটি চিঠি প্রেরণ করলেন, যাতে একটি উপদেশ এটাও ছিলো: "নিজের কথাবার্তার মাধ্যমে গর্ব করা অর্থাৎ বড় কথা বলা এবং স্বার্থপরতা থেকে বাঁচতে থাকো।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/৩১০)

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের দ্বারা যা কিছু ভাল কাজ হয়ে থাকে, তা শুধু **আল্লাহ পাকের** রহমত এবং তাঁর অনুগ্রহতেই হয়ে থাকে, এতে আমাদের নিজের কোন কৃতিত্ব নেই, কিন্তু কিছু লোক বিভিন্ন সুযোগে গর্বের কথা বলে থাকে এবং নিজের ব্যাপারে বড় বড় কথা বলতে দ্বিধা করে না।

www.dawateislami.net

যেমন; "আমি যেই দ্বীনের কাজ করেছি এরূপ কেউ কখনো করেনি, আমি যেই কিতাব লিখেছি এরূপ কিতাব কখনো কেউ লিখেনি বা এরূপ কিতাব তো কেউ লিখে দেখাক, আমার বয়ানের সময় তো একজন লোকও উঠে যায় না, আমার কাজের সামনে তার কাজের কোন মূল্য নেই! আমার জ্ঞানের সামনে অমুকের জ্ঞানের কি মূল্য রয়েছে? সে তো এখনো শিশু, আমি এই ফিল্ডে পুরোনো খেলোয়াড় ইত্যাদি" এরূপ করা বড় বড় কথা আমাদের এখানে সাধারণভাবে লোকেরা বলে দেয়, যা তাদের বলা উচিৎ নয়, মনে রাখবেন! অহঙ্কারের বিভিন্ন কারণ ও পদ্ধতি ইত্যাদি হুজ্জাতুল ইসলামী হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কিতাব **"ইহইয়াউল উলুমে"** বর্ণনা করেছেন, অতএব তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুখের মাধ্যমে অহঙ্কারের আলোকে লিখেন: "যেমন; একজন ইবাদতগুজার গর্ব সহকারে অন্যান্য ইবাদতগুজার লোকেদের ব্যাপারে বড় কথা বলতে গিয়ে এবং তাদের দোষ অন্বেষণ করতে গিয়ে বললো যে, অমুক এমন কি ইবাদতগুজার? তার আমল আর এমন কি? সে বুযুর্গি কোথায় পেলো? আমি এতদিন ধরে নফল রোযা ছাড়িনি, না ইবাদতের কারণে ঘুমিয়েছি, প্রতিদিন একবার কুরআনে করীম খতম করি আর অমুক ব্যক্তি সেহেরী পর্যন্ত ঘুমিয়ে

www.dawateislami.net

থাকে আর কুরআন তিলাওয়াতও বেশি করে না। অমুক ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিতে চেয়েছিলো তো তার ছেলে মারা গেলো বা মাল চুরি হয়ে গেলো বা সে অসুস্থ হয়ে গেলো ইত্যাদি, এরূপ লুকানো বাক্য দ্বারা নিজের কারামতেরও দাবী করে থাকে, এভাবে একজন আলিম গর্ব করতে গিয়ে বললো: আমি হলাম বিভিন্ন জ্ঞানের সমষ্টি, বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত, আমি মাশায়িকে কিরামের মধ্যে অমুক অমুককে দেখেছি, অতএব তুমি কে? তোমার ফযীলত এবং তোমার ক্ষমতাই বা কি? তুমি কি কারো সাথে সাক্ষাত করেছো এবং কারো নিকট হাদীস শ্রবণ করেছো? এসকল বিষয় সে এই কারণেই করে থাকে যে, সম্বোধিত ব্যক্তিকে নিকৃষ্ট এবং নিজেকে মহান করার জন্য।" (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪৩০)

অনেকের অভ্যাস হয়ে থাকে যে, "তারা এভাবে বলে যে, নিজের মুরীদ, আমার শাগরেদ।" আমার (অর্থাৎ সগে মদীনার) এটাও ভাল লাগে না। প্রয়োজনে বলা আলাদা বিষয় অথবা যদি কেউ খুবই উচ্চ পর্যায়ের মনিষী হয় যেমন; আমার দয়ালু মুর্শিদ গাউছে পাক হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, তিনি বলেন: "مُرِیۡدِیۡ لَاتَخَفۡ اَللّٰہُ رَبِّیۡ" অর্থাৎ আমার মুরীদ ভয় করো না, **আল্লাহ পাক** আমার **প্রতিপালক**।" (মাদানী পাঞ্জেসূরা, কসীদায়ে গাউছিয়া, ২৬৪ পৃষ্ঠা) তবে এটা তাঁরই সাজে, তাঁর

www.dawateislami.net

এরূপ কথা বলা কোন দোষনীয় নয়। অনেকে কাউকে দোয়া দিতে গিয়ে বলে থাকে যে, "যাও বৎস! যাও বাচ্চা! যাও ভাই! আমার দোয়া তোমার সাথে রয়েছে।" আমার তো এই বাক্য বলাও তেমন ভাল লাগেনা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এভাবে বলার আমার অভ্যাস নেই। যদি কাউকে দোয়া দিতেই হয় তবে এভাবে বলা উচিৎ যে, **আল্লাহ পাক** সহজতা প্রদান করুক, **আল্লাহ** কল্যাণ করুন, اِنْ شَآءَ الله সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে এরূপ বলা যে, "আমার মায়ের দোয়া আমার সাথে আছে" এটা আলাদা বিষয়, এতে সমস্যা নেই। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে অন্যান্য গুনাহের পাশাপাশি মুখের আপদ থেকেও নিরাপদ রাখো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, ফেব্রুয়ারী ২০২২ইং)[১]

আমি পত্রিকা পড়া থেকে কেন বিরত থাকি?

একবার কেউ আমাকে একটি লিফলেট দিলো, যাতে কারো প্রতি কিছু দোষ আরোপ করা হয়েছিলো। আমি সেই লিফলেট না পড়েই পকেটে রেখে দিলাম এবং এভাবে ভাবতে লাগলাম যে, যদি আমি এই লিফলেট পড়ি তবে

১... এই বিষয়বস্তু ৪ রজবুল মুরাজ্জব ১৪৪১ হিজরী, ফেব্রুয়ারী ২০২০ ইং ইশার নামাযের পর অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারার সাহায্যে প্রস্তুত করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه থেকে চেক করিয়ে উপস্থাপন করা হলো।

www.dawateislami.net

গুনাহ হবে না তো? অতঃপর আমি লিফলেট প্রদানকারীর মনযোগ এই দিকে করার জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এটি পড়াতে কয়টি নেকী অর্জিত হবে? সে উত্তর দিলো: নেকী তো কিছুই হবে না। আমি বললাম যে, যার ব্যাপারে এই লিফলেট যদি সে জানতে পারে যে, আপনি আমাকে এই লিফলেট দিয়েছেন এবং আমি তা পড়েছি তবে কি সে খুশি হবে নাকি অসন্তুষ্ট হবে? সে উত্তর দিলো: অসন্তুষ্ট হবে। আমি বললাম: যেই লিফলেট পড়াতে ক্ষতিই ক্ষতি হয় তবে তা পড়াই উচিৎ নয়, অতএব আমি সেই লিফলেট নষ্ট করে দিলাম। **হে আশিকানে রাসূল!** যেমনিভাবে কোন মুসলমানের মাঝে থাকা মন্দ স্বভাব তার অনুপস্থিতিতে আলোচনা করা গীবত, আর যদি তার মাঝে এই মন্দ স্বভাব না থাকা অবস্থায় বর্ণনা করে তবে তাকে অপবাদ বলা হয়, লিখে ছাপানোর ব্যাপারটি তেমনই। শরীয়তের বিনা অনুমতিতে মুসলমানের চরিত্র হরণ হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া মতো কাজ, তা মুখে বলে হোক, পত্রিকার মাধ্যমে হোক বা লিফলেট আকারে হোক। যেই আহকাম মুখে বলার ক্ষেত্রে প্রজোয্য তা কলম দ্বারা লিখার ক্ষেত্রেও প্রজোয্য। যেমনটি আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমামদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: اَلۡقَلَمُ اَحَدُ اللِّسَانَیۡن (কলমও এক প্রকার

www.dawateislami.net

ভাষা।) যা মুখে বলার আহকাম, তাই কলমের জন্যও। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৬০৭) অতএব এরূপ পত্রিকা, বিজ্ঞাপন এবং লিফলেট যা মুসলমানের দোষ ত্রুটি সম্বলিত হয় তা পাঠ করা ও শুনা থেকে নিজেকে বাঁচান। আমার জানা মতে বর্তমানে প্রায় পত্রিকা নির্লজ্জ মহিলার ছবি এবং গুনাহে ভরা লেখা দ্বারা পূর্ণ। আজকাল হয়তো এমন কোন পত্রিকাই নেই যাতে মুসলমানের সম্মান রক্ষা হয়, কখনো কোন মুসলমান প্রধানমন্ত্রী সমালোচনার টার্গেট হয় তো কখনো প্রেসিডেন্ট, কখনো মুখ্যমন্ত্রীর উপর আসে তো কখনো গভর্নরের উপর, মোটকথা রাজনীতিবিদ হোক বা সাধারণ মুসলমান পত্রিকায় সাধারণত সবারই সম্মান টুকরো টুকরো করা হয়, বিশেষকরে নির্বাচনের দিনগুলোতে কিছু লোক অপবাদ ও গীবতে ভরা প্রবন্ধ লিখে, সংবাদ পত্র গুলোতে ছাপায় আর খুবই কাদা ছুড়াছুড়ি করা হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানো খুবই কষ্টকর হয়ে থাকে। এই কারণগুলোর কারণে পত্রিকাগুলো, শরীয়ত বিরোধী বিজ্ঞাপন এবং গুনাহে ভরা লিফলেট পড়া থেকে বিরত থাকি। তবে হ্যাঁ! যদি কারো খারাপ কাজের জন্য অপরের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে শরয়ী অনুমতিতে এবং ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে মানুষকে তার ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য কথাবার্তা বা লিখা

www.dawateislami.net

ইত্যাদি প্রয়োজন অনুসারে শুধু সেই খারাপ কাজের আলোচনা করা যেতে পারে। আহ! যদি প্রত্যেক মুসলমান নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখে, অপরের দোষ বর্ণনা করা বা লিখে ছাপানোর পরিবর্তে গোপন করার চেষ্টা করে তাদের প্রাণ ও সম্পদ এবং সম্মান রক্ষাকারী হয়ে যায়।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে অপরের দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখার পরিবর্তে নিজের দোষ অন্বেষণ করে তা দূর করতে থাকার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউল আখির ১৪৪২ হিঃ)[১]

আত্তারীদের জন্য সুসংবাদ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم. اَمَّا بَعْد

اَلْحَمْدُ لِلّٰه যখন থেকে আমি সজ্ঞান হয়েছি, নিজের অন্তরে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার ঝর্ণাধারা প্রস্ফুটিত হতে অনুভব করেছি। ইশকে রাসূলের সূধা আমাকে আমার গাউছে পাক পান করিয়েছেন, আমার আলা হযরত পান করিয়েছেন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার প্রতি এই বিশেষ ফয়যান যে, আমার **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি,

১... এই বিষয়বস্তু পুস্তিকা: ফয়যানে মাদানী মুযাকারা (৩৩তম পর্ব) "খারাপের বিনিময় ভাল কাজ সহকারে দিন" এর সাহায্যে প্রস্তুত করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه থেকে আরো পরামর্শ নিয়ে উপস্থাপন করা হলো।

www.dawateislami.net

আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এর প্রতি, সকল সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان প্রতি, সকল পবিত্র আহলে বাইত বিশেষকরে শুহাদায়ে কারবালার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین প্রতি ভালবাসা রয়েছে, আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام প্রতি অশেষ ভালবাসা রয়েছে বিশেষকরে গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি প্রচন্ড ভক্তি পোষণ করি, **আল্লাহ পাকের** দয়ায় সৈয়দ বংশীয়দের প্রতি সম্মান আমার রন্দ্রে রন্দ্রে পাই এবং আমি আশা করি যে, اِنۡ شَآءَ الله যারা আমার মাধ্যমে গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুরীদ হবে, আত্তারী হবে اِنۡ شَآءَ الله তারা কখনোই **প্রিয় নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام, মওলা মুশকিল কোশা, আলিউল মুরতাদা, শেরে খোদা এবং হাসানাঈনে করিমাঈনসহ সকল পবিত্র আহলে বাইত এবং হযরত আমীরে মুয়াবিয়াসহ সকল সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین, এইসকল মহা মনিষীদের সাথে গাদ্দারী করতে পারে না বরং যারা অন্য কোন কামিল পীরের মুরীদ হবে এবং আমার সিলসিলায় তালিব হবে اِنۡ شَآءَ الله তারাও এই মহা মনিষীদের প্রতি কখনোই বিদ্রোহী হবে না।

আত্তারের দোয়া: হে **আল্লাহ পাক**! আমার কথার মান রেখো, আমার মওলা ২৫ রমযানুল মুবারক ১৪৩৯ হিজরীতে

www.dawateislami.net

আমি সুধারণার কারণে এই কয়েকটি বাক্য নিগরানে শূরা হাজী ইমরান আত্তারীর চাহিদার প্রেক্ষিতে আরয করেছি, হে **আল্লাহ**! আমার সম্মান রক্ষা করো যেনো এমনই হয়। আমি সারা জীবন আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ভালবাসার দাবী করে আসছি, আলা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গুণ গেয়ে আসছি, এর উপরই যেনো আমার শেষ পরিণতি ঈমানের সহিত হয়।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (মাসিক ফয়যানে মদীনা, যিলকদ ১৪৩৯ হিঃ)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কিতাব কিভাবে লিখেন?

এক মাদানী মুযাকারায় সিডনী অষ্ট্রেলিয়া থেকে এক শিশু "আব্দুল্লাহ আত্তারী" স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট প্রশ্ন করলো যে, আপনি (৬০০ পৃষ্ঠার) কিতাব "**ফয়যানে নামায**" লিখেছেন তো কি তা লিখার কারণে আপনার হাত ব্যাথা করেনি?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উত্তরে যা কিছু বলেছেন তার সারাংশ হলো যে, সাধারণত কিতাব এক

www.dawateislami.net

ঘন্টা বা একদিনে লেখা হয়ে যায় না আর না লাগাতার লিখতে থাকা হয়, এখন তো কম্পেজিং এর যুগ, আমি কিতাবের কম্পেজিং করতে জানিনা, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **"আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ"** এর পক্ষ থেকে যথেষ্ট বিষয়বস্তু কম্পোজিং আকারে পাওয়া যায়, কিছু পরামর্শ করেও চেয়ে নিতে হয়, কিছু কিতাব থেকে বের করে কম্পোজিং করাতেও হয়, বিভিন্ন স্থানে কলমও চালাতে হয়, কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে Gaps (বিরতি)ও আসতে থাকে, এর জন্য হাত ব্যাথা হওয়া জরুরী নয়, তবে এবার আমার সাথে এরূপ হয়েছে, অনেক সময় কলম ধরতে ধরতে আমার হাতের আঙ্গুল আটকে যেতো, তো আমি হাকীম সাহেবের বর্ণিত চিকিৎসা করলাম, যার ফলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার আঙ্গুল ঠিক হয়ে গেলো, এখনো কিছু না কিছু লেখার কাজ তো করতে থাকি কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه অনেক দিন ধরে আমার আঙ্গুল আর আটকায়নি, তবে প্রকাশ্য কাজ করতে করতে কখনো কখনো মানুষের কষ্টও হতে পার, তাছাড়া লিখা একটি মানসিক কাজও, লিখার সময় কখনো কখনো মস্তিষ্কও ক্লান্তির শিকার হয়ে যায়।

হে আশিকানে রাসূল! যারা আমাকে ভালবাসেন, আপনারা ভাবুন যে, কিতাব কত পরিশ্রমে লেখা হয়, কিন্তু

www.dawateislami.net

আপনাদের মধ্যে অনেকে এমন রয়েছে যে, যারা মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও পুস্তিকা পড়া তো দূরের কথা তা খুলেও দেখে না হয়তো! আপনাদের আমার প্রতি এই বিষয়ে দয়া করা এবং আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা উচিৎ যে, আমি **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্য আপনাদের জন্যই লিখছি, আমার মাদানী ছেলে ও মাদানী মেয়েরা এই কিতাবগুলো পড়ুন এবং নিজেদের আখিরাত সজ্জিত করার উপলক্ষ করুন। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রিন্ট হওয়া কিতাব ও পুস্তিকা পড়ার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(মাদানী মুযাকারা, ২৩ জমাদিউল উলা, ১৪৪১হিঃ)
(মাসিক ফয়যানে মদীনা, শাওয়ালুল মুকাররম, ১৪৪১ হিঃ)

কিতাব লিখাতে সতর্কতা

রচনা ও সংকলনের মাধ্যমে দ্বীনের বার্তা মানুষে মাঝে পৌঁছানো একটি পুরোনো পদ্ধতি, এটা যত গুরুত্বপূর্ণ, তত কঠিনও। লিখনীর কাজে অনেক ধরনের সতর্কতা অতীব জরুরী, এব্যাপারে কয়েকটি বিষয় আরয করছি:

❀ দ্বীনি কিতাব, পুস্তিকা বা বিষয়বস্তু লিখাতে সর্বদা **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিৎ, নাম ও

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা রাখা যাবে না। প্রসিদ্ধির লোভ থেকে বেঁচে কিতাবে নিজের নাম লিখা যদিও জায়িয, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জন হওয়া উচিৎ। লিখার সময় এই ভয় থাকা উচিৎ যে, আমি যা কিছু লিখেছি, এর কারণে আখিরাতে ফেঁসে যাবো না তো। লিখার ব্যাপারে একনিষ্টতার ব্যাপারটিও খুবই স্পর্শকাতর, নফস ও শয়তান মানুষকে বিভিন্নভাবে রিয়াকারী এবং নিজের বাহবা লাভের আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত করার চেষ্টা লেগে থাকে। ❀ মনে রাখবেন! আয়াত ও হাদীসে মুবারাকার নিজের খুশিমতো তাফসীর ও ব্যাখ্যা করা হারাম, শুধুমাত্র মুফাসসীর ও ব্যাখ্যাকারীদের মতামতই উদ্ধৃত করতে হবে। অনুরূপভাবে শরয়ী মাসআলা লিখার ক্ষেত্রেও খুবই সতর্কতার প্রয়োজন, যেনো কোন গুনাহ অব্যাহত থাকার অবস্থা হয়ে না যায়। ❀ অনেক লিখকের লিখায় শরয়ী ভূল পাওয়া যায়, প্রায় ২০ বছর পূর্বে এই বিষয়টি দেখে সম্ভবত ২০০০ সালে আমি কিতাব ও পুস্তিকা নিরীক্ষণ বিভাগ বানিয়েছিলাম, যাতে লেখকরা তাদের কিতাবের শরয়ী নিরীক্ষণ করাতে পারে। ❀ নিজের লিখনীতে অসতর্ক শব্দ নির্বাচন, আন্তরিক অনুভূতির সমর্থন না হওয়ার পরও বিনয় সম্বলিত চিন্তাভাবনা লিখা এবং মিথ্যা

www.dawateislami.net

অতুক্তি করা আখিরাতে গ্রেফতারে কারণ হতে পারে। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن শব্দাবলী ব্যবহারে অনেক সতর্ক থাকতেন, ইহইয়াউল উলুমের ৩য় খন্ডে রয়েছে: হযরত মায়মুন বিন আবু শাবীব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি বসে চিঠি লিখছিলাম, হঠাৎ একটি শব্দে এসে থেমে গেলাম যে, যদি এই শব্দটি লিখে দিই তবে চিঠি সুন্দর হয়ে যাবে কিন্তু মিথ্যা থেকে বাঁচতে পারবো না। অতঃপর আমি সেই শব্দ বাদ দেয়ার সংকল্প করে নিলাম যে, চিঠিটি সুন্দর না হোক কিন্তু আমি এই শব্দটি লিখবো না। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৬৯) এটা তো আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن লিখার সতর্কতা ছিলো কিন্তু আজকাল অনেক বিষয়বস্তু এবং আর্টিক্যালে সত্য এবং মিথ্যা তোয়াক্কা করা হয়না, এরূপ লিখা থেকে উত্তম হলো মানুষ কলম ছেড়ে দিক। ❀ নাত শরীফ, মানকাবাত এবং কবিতা ইত্যাদি লিখাতে আরো বেশি সতর্কতার প্রয়োজন, কেননা এতে কালামের ছন্দ ঠিক রাখতে, রদীফ ও কাফিয়া মিলানোর জন্য অনেক সময় শরীয়ত বিরোধী বা সতর্ক পঙক্তিও লিখে দেয়া হয়, অতএব নিরাপত্তা এতেই যে, যারা শক্তিশালী আলিমে দ্বীন, শায়েরীর জ্ঞানে অভিজ্ঞ এবং শব্দ ভান্ডারের অধিকারী নয় তারা হামদ ও নাত ইত্যাদি কালাম লেখার চেষ্টা করবেন না। এই ফিল্ডে

www.dawateislami.net

বড় বড় কবি, যাদের মধ্যে নাত লিখক শায়েরও অন্তভূর্ক্ত, তারাও ধাক্কা খেয়েছে আর এমন এমন শরয়ী ভূল করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে যে, اَلْاَمَانُ وَ الْحَفِيْظ। লেখকরা তাদের উদাহরণও লিখেছে যে, অমুক এত বড় শায়ের ছিলো, এতগুলো কালাম লিখেছে, নাতও লিখেছে কিন্তু এই এই ভূল বিষয় লিখেছে। ❀ اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার সকল লিখার শরয়ী নিরীক্ষণ হয়ে থাকে, এমনকি আমি একটি লিফলেটও যদি লিখি তবে এর শরয়ী নিরীক্ষণ করিয়ে থাকি, কালাম লিখলে তবে এর শরয়ী এবং শৈল্পিক উভয় প্রকারের নিরীক্ষণ করিয়ে থাকি। **আল্লাহ পাক** আমাকে লিখনিতে প্রসিদ্ধির লোভ ও রিয়াকারী এবং শরয়ী ও নৈতিক ভূলের আপদ থেকে বাঁচাক এবং শুধু ঐ বিষয়ই লিখার

তৌফিক দান করুক, যা তাঁর সন্তুষ্টির কারণ হয়।[১]

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, জুলাই ২০২১ইং)

১... এই বিষয়বস্তু ৬ রমযানুল মুবারক ১৪৪০ হিজরী রাতে ১৯ এপ্রিল ২০২১ ইং তারাবীর নামাযের পর অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারার সাহায্যে প্রস্তুত করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে দেখিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে উপস্থাপন করা হলো।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর কি হবে!

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট মাদানী মুযাকারায় (১৫ শাবানুল মুয়াযযম, ১৪৪০হিঃ, ২০ এপ্রিল ২০১৯ ইং) প্রশ্ন করা হলো যে, কিছু কিছু লোক বলে: "যতক্ষণ আপনি (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত) আছেন ততক্ষণ **দা'ওয়াতে ইসলামী** চলতে থাকবে, এরপর নিগরান সাহেবরা ও আরাকিনে শূরা ইত্যাদি সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে, অতঃপর জানিনা কি হবে! এর সত্যতা কতটুকু?" তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উত্তরে বলেন: অনেকে এটা মনে করে যে, আমার মৃত্যুর পর **দা'ওয়াতে ইসলামী** শেষ হয়ে যাবে, اِنْ شَآءَ الله এরূপ হবে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার সন্তান এবং সকল **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদেরকে মারকাযি মজলিশে শূরার আনুগত্য করার প্রতি জোড় দিয়েছি এবং প্রায় মাদানী মুযাকারায় ও বড় রাতের ইজতিমায় এই ঘোষণাও করেছি যে, আমাদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে, মারকাযি মজলিশে শূরার অধিনে থেকেই দ্বীনি কাজ করতে হবে, মারকাযি মজলিশে শূরার বিরোধীতা করবো না। **দা'ওয়াতে ইসলামী** কোন দোকান বা তরকা (অর্থাৎ উত্তরাধীকার সম্পত্তি) নয়, যা আমার মৃত্যুর পর আমার

www.dawateislami.net

সন্তানের মাঝে বন্টন হয়ে যাবে বরং **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে যে কাজ করবে তাকে সালাম। **আল্লাহ**র দয়া ও অনুগ্রহে মারকাযি মজলিশে শূরা কাজ করছে এবং তারা করতে থাকবে। সবাইকে মরতে হবে যদি কারো ইন্তিকালে দ্বীনের কাজ বাঁধাগ্রস্থ হতো তবে জগতের সবচেয়ে বড় মনিষী, যার বদৌলতে আমরা ইসলাম পেয়েছি অর্থাৎ আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী পর্দা করার পরও দ্বীনের কাজ বাঁধাগ্রস্থ হয়নি, তো ইলইয়াস কাদেরী কোন হিসেবে রয়েছে! তার মৃত্যুতে হবেই বা কি! যারা আমার জন্য দ্বীনের কাজ করছে আজ থেকেই তাকে খোদা হাফেয! আর যারা **আল্লাহ পাকে**র জন্য দ্বীনের কাজ করে তারা আজও করবে এবং আমার মৃত্যুর পরও করবে, এটা ভাববেন না যে, ইলইয়াস কাদেরী চলে গেলে তো এরূপ হয়ে যাবে বা ইলইয়াস কাদেরীর পর কি হবে? এগুলো সবই শয়তানি কুমন্ত্রণা, তা থেকে আমাদের বেঁচে থাকা উচিৎ। জীবদ্দশায় তো কিছু হতে পারে, এমন অনেক সংগঠন রয়েছে, যার প্রতিষ্ঠাতা জীবিত রয়েছে আর সুস্থও রয়েছে কিন্তু তার সংগঠন শেষ হয় গেছে। যাইহোক, এটা আমার অসীয়ত যে, আমার মৃত্যুর পরও আপনাদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযি মজলিশে শূরাকেই প্রাধান্য দিতে হবে, এরা যেভাবে চাইবে সেভাবেই **দা'ওয়াতে**

www.dawateislami.net

ইসলামীর মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করতে হবে, মারকাযি মজলিশে শূরার প্রতি কখনোই বিরোধীতা করবে না এবং যারা মারকাযি মজলিশে শুরুর বিরোধীতা করবে তাদের সঙ্গও দিবে না। **আল্লাহ পাক** বিশ্বাসঘাতকের বদনযর থেকে আমার দা'ওয়াতে ইসলামীকে, আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাকে এবং আমার আদরের মারকাযি মজলিশে শূরাকে নিরাপদ রাখো এবং তাদের সবাইকে একনিষ্ঠতার সহিত অধিকহারে দ্বীনের খেদমত করার সৌভাগ্য প্রদান করো।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহর দয়া হয় যেনো এই ধরাতে
হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, শাওয়ালুল মুকাররম, ১৪৪০ হিঃ)

আমার দাঁড়ি কিভাবে উঠলো? (ঘটনা)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: অনেক দিনের পুরোনো ঘটনা, বাবুল ইসলাম (সিন্ধু প্রদেশ) এর একটি শহর "নাওয়াব শাহ" এ এক ১৭ বছরের ইসলামী ভাইয়ের ঘন দাঁড়ি দেখে আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম, এতে সে বললো যে, আমি আমার চেহারায় দুম্বার দুধ লাগাতাম। আমি মার্চ

www.dawateislami.net

২০১৭ সালে সেই ইসলামী ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে সত্যয়ন চাইলাম, তখন সে বললো যে, আপনি ১৯৯৩-৯৪ সালে যখন "নাওয়াব শাহ" এসেছিলেন, এটা তখনকার ঘটনা, এখন আমার বয়স ৪১ বছর হয়ে গেছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি ১০ বছর বয়সেই দ্বীনি পরিবেশে এসে গিয়েছিলাম এবং পাগড়ী শরীফও সাজিয়ে নিয়েছিলাম। আমার দাঁড়ি উঠছিলো না, আমাদের ঘরে এক লোক দুধ দেয়ার জন্য আসতো, আমি তাকে "চাচাজি" বলে ডাকতাম। তিনি আমাকে পাগড়ী শরীফে দেখে খুশি প্রকাশ করে বললো: তুমি ছাগল বা দুম্বার কাঁচা দুধ চেহারায় লাগাও اِنْ شَآءَ الله দাঁড়ি উঠে যাবে। তখন আমি বললাম: দুধও আপনি এনে দিন। অতএব তিনি যখনই ছাগল বা দুম্বার দুধ নিয়ে আসতেন, আমি ঘুমানোর পূর্বে দাঁড়ি উঠার স্থানে লাগিয়ে নিতাম এবং ফজরের জন্য উঠলে মুখ ধুয়ে নিতাম। আমি কয়েকবার এরূপ করলাম এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه দুধ লাগাতে থাকার কারণে অবশেষ আমার দাঁড়িও উঠে গেলো এবং ঘনও হয়ে গেলো।

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, রজবুল মুরাজ্জব ১৪৩৮ হিঃ)

আল্লাহ্ পাকের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন

কোটি কোটি হাম্বলীদের ইমাম হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি কুরআনে করীম মুখস্ত

www.dawateislami.net

করছিলাম, অতঃপর যখন ইলমে হাদীসের দিকে আগ্রহী হলাম তখন এই ইলমে আমার ব্যস্ততা বৃদ্ধি পেলো আর আমি নিজেকে বললাম যে, কুরআনে করীম কখন মুখস্ত করবো? তো আমি আমার **প্রতিপালকের** নিকট দোয়া করলাম যে, হে **আল্লাহ**! কুরআনে করীমের হিফয করার সৌভাগ্য দান করে আমার প্রতি দয়া করো। কিন্তু তখন "নিরাপত্তা" এই শব্দটি বলিনি, (দোয়া কবুল হলো কিন্তু তা কবুলিয়্যতের অবস্থা এভাবে হলো যে,) যখন আমাকে বন্দি করা হলো তখন এই সময়ে আমি কুরআনে করীম মুখস্ত করে নিয়েছি। অতএব **আল্লাহ পাকের** নিকট যখনই তোমরা কোন চাহিদার প্রার্থনা করবে তখন নিরাপত্তারও প্রার্থনা করো।

(মানাকিবে ইমাম আহমদ, ৫৭ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! নিরাপত্তার উদ্দেশ্য হলো সুস্থতা। অতএব যেমন; **আল্লাহ পাকের** নিকট চাকরীর জন্য দোয়া করতে হলে তবে এভাবে দোয়া প্রার্থনা করুন যে, হে **আল্লাহ পাক**! অমুক চাকরী যদি আমার জন্য ভাল হয় তবে আমাকে নিরাপত্তার সহিত সেই চাকরী প্রদান করো।

আল্লাহ পাকের নিকট শুধুমাত্র নিরাপত্তাই প্রার্থনা করার গুরুত্ব সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী: (১) **আল্লাহ পাকের শেষ ও প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

এর দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করলো: হে **আল্লাহ পাকের রাসূল**! সবচেয়ে উত্তম দোয়া কোনটি? ইরশাদ করলেন: আপন **প্রতিপালকের** নিকট নিরাপত্তা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করো। পরদিন উপস্থিত হয়ে আবারো সে আরয করলো: হে **আল্লাহর রাসূল**! সবচেয়ে উত্তম দোয়া কোনটি? **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেরূপই (অর্থাৎ পূর্বের দিন যেই উত্তর দিয়েছেন সেভাবেই) উত্তর ইরশাদ করলেন। সেই ব্যক্তি তৃতীয়দিন উপস্থিত হয়ে আবারো একই প্রশ্ন করলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবারও একই উত্তর দিয়ে ইরশাদ করলেন: যখন তুমি দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা পেয়ে যাবে তখন তুমি সফল হয়ে গেলে। (তিরমিযী, ৫/৩০৫, হাদীস ৩৫২৩) (২) **আল্লাহ পাকের** নিকট নিরাপত্তার প্রার্থনা করা **তাঁর** অত্যধিক প্রিয়। (তিরমিযী, ৫/৩০৬, হাদীস ৩৫২৬) (৩) **আল্লাহ পাকের** নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তার প্রার্থনা করো, কেননা বিশ্বাসের (অর্থাৎ ঈমান ও দ্বীনের জ্ঞানের) পর কাউকে নিরাপত্তার চেয়ে উত্তম কোন জিনিস দিবে না। (তিরমিযী, ৫/৩২৭, হাদীস ৩৫৬৯। মিরকাতুল মাফাতিহ, ৫/৩৪৯) (৪) বান্দা এই (দোয়া): اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْـَٔلُكَ الْمُعَافَاةَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ (অর্থাৎ হে **আল্লাহ**! আমি **তোমার** নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে

www.dawateislami.net

নিরাপত্তার প্রার্থনা করছি) এর চেয়ে উত্তম কোন দোয়া প্রার্থনা করে না। (ইবনে মাজাহ, ৪/২৭৩, হাদীস ৩৮৫১)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিরাপত্তার মধ্যে শারীরিক, আধ্যাত্মিক, মানসিক, শয়তানি সকল আপদ থেকে নিরাপত্তা অন্তর্ভূক্ত। (তাছাড়া) সূফীয়ায়ে কিরাম বলেন যে, নিরাপত্তা এতেই যে, যাতে প্রতিপালক সন্তুষ্ট হয়, অতএব **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খায়বারে বিষ খেয়ে নেয়া, ফারুকে আযমের মুস্তফার জায়নামাযে খঞ্জরের আঘাতে শহীদ হওয়া, উসমানে গনীর কুরআন পাঠ করার সময় জবাই হয়ে যাওয়া, ইমাম হোসাইনের পানি ও খাবার বিহীন উৎসর্গ হয়ে যাওয়া, নিরাপত্তাই ছিলো। সুতরাং **আল্লাহ পাকের** নিকট ঐ নিরাপত্তা প্রার্থনা করো, যা **তাঁর** জ্ঞানে আমাদের জন্য নিরাপত্তা হবে তাই হলো নিরাপত্তা, যা আমাদের জ্ঞানে আমাদের জন্য নিরাপত্তা তা নিরাপত্তা নয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/২৯৭, ৪/৭৪) **আল্লাহ পাক** আমাদের উভয় জগতে নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (মাসিক ফয়যানে মদীনা, ডিসেম্বর ২০২১ ইং)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

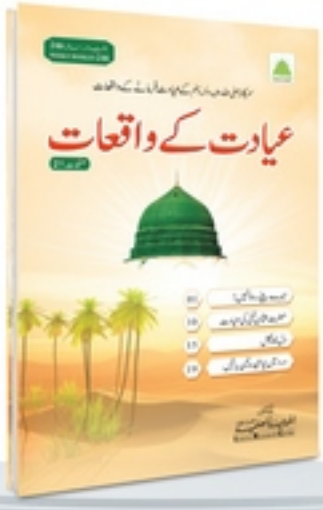

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৪৮০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net